35

তারিখ ... 06 JUN 1993 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৬ ...

দৈনিক খবর

প্রাথমিক শিক্ষার হাল

জাতির বৃহত্তর স্বার্থে প্রাথমিক শিক্ষার অপরিসীম গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও দেশের বিভিন্ন স্থানে একাধিক কারণে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হবার খবর পাওয়া যাচ্ছে। দৈনিক খবরের এক সংবাদে টাঙ্গাইল জেলার প্রাথমিক শিক্ষার হাল সম্পর্কে যে তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে এ প্রসঙ্গে তা উল্লেখ করা যেতে পারে। বলা হয়েছে, নতুন শিক্ষাবর্ষের প্রায় ৫ মাস অতিবাহিত হলেও উক্ত জেলার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। সরকারী হিসাব অনুযায়ী মার্চ মাস পর্যন্ত জেলার ১১টি থানার স্কুলে যাওয়ার উপযোগী ছাত্রের সংখ্যা ৪ লাখ ৬ হাজার ৮শ' ৮১ জন। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে স্কুলে যাওয়া শুরু করেছে মাত্র ৩ লাখ ৫০ হাজার ৫শ' ৮৮ জন ছাত্র। এটা সরকারী হিসাব। বেসরকারী হিসাব মতে নাকি এ সংখ্যা আরও অনেক বেশী। এ ছাড়া আরও নানান কারণে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। এসব কারণের মধ্যে রয়েছে শিক্ষক স্বল্পতা, পর্যাপ্ত স্কুলের অভাব এবং সরকারী স্কুলগুলোতে ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধার অভাব। প্রকাশ, জেলার ১১টি থানার মোট ৪ হাজার ৩শ' ১৩টি শিক্ষক পদের মধ্যে ২৭০টিই শূন্য। জেলার ১১টি থানায় মোট ৫৬টি সহকারী শিক্ষা অফিসারের মধ্যে ১৩টি পদই নাকি শূন্য। প্রাথমিক শিক্ষার এই বেহাল অবস্থা সম্পর্কে একই দিন অন্য এক সহযোগী পত্রিকায় যে খবর পরিবেশন করা হয়েছে তাও এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। উক্ত খবরে বেড়া, রায়পুর ও রূপগঞ্জ থানার দেড় শতাধিক এবং রাঙ্গুনিয়া ও বরগুনার দু'টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যে দুরবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে তাও প্রায় একই অর্থ বহন করে। প্রকাশ, বেড়া থানার ৬৫টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের পদ রয়েছে ৩১৬টি। তন্মধ্যে ৯টি প্রধান শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিন যাবৎ শূন্য। জানা গেছে, স্বাভাবিকের তুলনায় ২ থেকে ৩ গুণ অতিরিক্ত ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হওয়ায় ২০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া গুরুতরভাবে ব্যাহত হচ্ছে। প্রায় একই অবস্থা লক্ষ্মীপুর জেলার রায়পুর থানাতেও। প্রকাশ, আসবাবপত্রের অভাব, জরাজীর্ণ বিদ্যালয় ভবন এবং শিক্ষকের অভাবে উক্ত থানার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে অধ্যয়নরত ৩০ সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রীর লেখাপড়া ব্যাহত হচ্ছে। বলা বাহুল্য যে, অন্যান্য এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো সম্পর্কে প্রকাশিত তথ্য প্রায় একই রকম।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, শিক্ষা ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা আমাদের দারিদ্র্য তথা সার্বিক পশ্চাৎপদতার মূল কারণ। দেশের শতকরা ৭৪ জন মানুষই নিরক্ষর। দেশের অধিকাংশ মানুষই যেখানে অক্ষরজ্ঞানহীন, সেখানে রাষ্ট্রের উন্নতি আশা করা বৃথা। কেননা উন্নতির প্রধান বাহনই হচ্ছে শিক্ষা। যে সমস্ত দেশ উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথ রচনা করেছে, খোঁজ নিলে দেখা যাবে তাদের সাফল্যের পেছনে সবচেয়ে বড় চাবিকাঠি হচ্ছে শিক্ষা। দেশের তাবৎ জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত করতে না পারলে কোনক্রমেই সেই দেশের কাংখিত উন্নয়ন সম্ভব নয়। এই বাস্তবতা আমরা বিলম্বে হলেও উপলব্ধি করেছি। এবং তা উপলব্ধি করার পর প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ১৯৯১ সাল থেকে দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়। বলা বাহুল্য, সরকারের এই পদক্ষেপকে আমরা আন্তরিকভাবে স্বাগত জানিয়েছিলাম। আমরা এও আশা করেছিলাম যে, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন প্রকার অসুবিধা দেখা দেবে না। অর্থাৎ প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবেই চলবে। কিন্তু এ কার্যক্রম শুরু হতে না হতেই বিভিন্ন স্থান থেকে অভিযোগ আসতে শুরু করেছে। নানা প্রতিবন্ধকতার মুখে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে- এটাই অভিযোগের মূল কথা। শুধু টাঙ্গাইল অথবা বেড়া, রায়পুর ও রূপগঞ্জ থানার মধ্যেই সমস্যাটি সীমাবদ্ধ নয়। দেশের প্রায় অঞ্চল থেকেই এরকম খবর আসছে। সংবাদপত্রে সেগুলো ফলাও করে ছাপাও হচ্ছে প্রতিনিয়ত। এবং সর্বক্ষেত্রেই অভিযোগের কারণ ও প্রকৃতি একই রকম। যেমন স্কুল গমনোপযোগী ছেলে-মেয়েদের অনেকেই ভর্তি হচ্ছে না বা হলেও নিয়মিত স্কুলে যাচ্ছে না। আবার যারা স্কুলে যাচ্ছে তাদেরও লেখাপড়া ঠিকমত হচ্ছে না নানান প্রকার অসুবিধার কারণে। এসব অসুবিধার মধ্যে রয়েছে শিক্ষক স্বল্পতা, পর্যাপ্ত স্কুলের অভাব, শিক্ষা উপকরণের অভাব এবং ক্ষেত্র বিশেষে বিদ্যালয় ভবনের দুরবস্থা।

বলা বাহুল্য, এসব সমস্যার কোনটাকেই হালকাভাবে দেখার অবকাশ নেই। কেননা এসব সমস্যার যে কোন একটিই বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমকে ব্যাহত অথবা ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্যে যথেষ্ট। যেমন শিক্ষক স্বল্পতার কথাই ধরা যাক। কোন বিদ্যালয়ে যদি প্রধান শিক্ষক না থাকেন অথবা প্রয়োজনীয়সংখ্যক শিক্ষকের অভাব পরিলক্ষিত হয় তাহলে সে বিদ্যালয়ে পড়াশোনা অবশ্যই ব্যাহত হবে। প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের অভাবেও লেখাপড়া ব্যাহত হয়। আবার বিদ্যালয় ভবন যদি জরাজীর্ণ অবস্থায় থাকে তাহলে শিক্ষার্থীরা লেখাপড়ার স্বাভাবিক সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। জরাজীর্ণ অনেক বিদ্যালয় ভবনেরই পড়ো পড়ো অবস্থা। যে অবস্থায় শিক্ষার্থীদের ক্লাস করা মোটেই নিরাপদ নয়। খোলা আকাশের নীচে পড়াশোনা করাও বাস্তব কারণেই সম্ভব নয়। কেননা ঝড়-বৃষ্টি সেখানে বাদ সাধে। আর তাই প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখে পড়াশোনা বন্ধ রাখতে হয়। বহু প্রাথমিক বিদ্যালয়েরই এমন অবস্থা। যার দরুন ঐসব বিদ্যালয়ে লেখাপড়া ব্যাহত হচ্ছে মারাত্মকভাবে।

প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র ভর্তির চাপ স্বাভাবিক কারণেই বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি পাবে। স্কুল গমনোপযোগী প্রতিটি শিশুকে যদি বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনতে হয় তাহলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা এবং শিক্ষকদের সংখ্যা আনুপাতিক হারে বাড়াতে হবে। আর যদি ডবল শিফট দিয়ে চালাতে হয় তাহলে অন্ততঃ শিক্ষকদের সংখ্যা চাহিদা অনুযায়ী বাড়ানো দরকার। সেই সাথে আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধাও বাড়ানো দরকার। যেমন জরাজীর্ণ বিদ্যালয় ভবনগুলোর দুরবস্থার নিরসন, প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের নিশ্চয়তা বিধান ইত্যাদি। দুঃখের বিষয়, প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে এসব সমস্যা দীর্ঘদিন ধরে জিইয়ে থাকা সত্ত্বেও সরকার এসব সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে তেমন আন্তরিক নন। অথচ শিক্ষা সম্পর্কে কথা উঠতেই সরকার এমন ভাষায় কথা বলেন যার মর্মার্থ হচ্ছে শিক্ষার জন্যে তাদের মত আর কোন সরকারই এত কাজ করেননি। কিন্তু সমুদয় শিক্ষা ব্যবস্থায়, বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতার উদ্ভব হয়েছে তাতে সরকারের সেরকম দাবীর পেছনে কোন যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যায় না। সরকারের কথার সাথে কাজের আসমান-জমিন ফারাক। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার আইনগত ব্যবস্থা নেয়া সত্ত্বেও স্কুল গমনোপযোগী বহু শিশু স্কুলে যাচ্ছে না- এরকম অসংখ্য খবর সংবাদপত্রে ছাপা হবার পরেও সরকার এর প্রতিকারার্থে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন বলে এখনও শোনা যায়নি। একইভাবে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বিদ্যমান অপরাপর সমস্যাগুলো দূরীকরণের ব্যাপারেও যে সরকার বলিষ্ঠ কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এসব দৃষ্টে তাই প্রতীয়মান হয়, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের উদ্দেশ্য সফল হওয়ার স্বপ্ন সুদূরপরাহত। সরকারকে এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।